॥ শ্রীমদ্ভগবদগীতা শুদ্ধ উচ্চারণ মার্গদর্শিকা - 4র্থ স্তর ॥

মাহেশ্বর সূত্র

1. অইউণ্।
2. ঋ৯ক্।
3. এওঙ্।
4. ঐঔচ্।
5. হয়বরট্।
6. লণ্।
7. ঞমঙণনম্।
8. ঝভঞ্।
9. ঘঢধষ্।
10. জবগডদশ্।
11. খফছঠথচটতব্।
12. কপয়্।
13. শষসর্।
14. হল্।

'প্রত্যাহার' - যখনই শব্দের ব্যাখ্যায় বা নিয়মে কোনো বিশেষ বর্ণ সমূহের ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, তখন সেই বর্ণগুলিকে মাহেশ্বর সূত্র থেকে প্রত্যাহার করে সংক্ষেপে গ্রহণ করা হয়। প্রত্যাহার শব্দের অর্থ- সংক্ষিপ্ত কথন। প্রথম বর্ণ ও শেষ বর্ণের সমন্বয়ে প্রত্যাহার গঠিত হয়।

উদাহরণ: 'অচ্' প্রত্যাহার - প্রথম মাহেশ্বর সূত্র 'অইউণ্' এর আদি বর্ণ 'অ' কে চতুর্থ সূত্র 'ঐঔচ্' এর অন্তিম বর্ণ 'চ্' এর সাথে যুক্ত করে 'অচ্' প্রত্যাহার হয়। সেই জন্য 'অচ্' প্রত্যাহারে 'অ, ই, উ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ' বর্ণ গ্রহণ হবে।

সন্ধি - নিয়ম

দুটি বর্ণ একত্রিত হয়ে সন্ধি হয়। যদি একত্রে দুটি স্বরবর্ণ থাকে তাহলে তাকে স্বরসন্ধি ও যদি দুটি ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে তাহলে তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। অনুস্বার থাকলে অনুস্বার সন্ধি এবং বিসর্গ থাকলে বিসর্গ সন্ধি হয়। সন্ধি হওয়ার পর একত্রিত বর্ণের কোন একটি বা কখনও কখনও দুটি বর্ণেরই পরিবর্তন হতে পারে। এই সকল পরিবর্তন কি এবং কিভাবে হয় তা আমরা নিচে বিস্তারিত ভাবে জানব।

ব্যঞ্জন বা হল্ সন্ধি –

দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ মিলে গেলে যে পরিবর্তন হয়, তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। ব্যঞ্জন সন্ধিকে সংস্কৃতে হল্ সন্ধিও বলা হয়। হল্ সন্ধি অনেক প্রকারের -

1. শ্চুত্ব সন্ধি –

- স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ - ত-বর্গের বর্ণ বা স-কার (স্), চ-বর্গের বর্ণ বা শ-কার (শ্) এর সাথে যুক্ত হলে ত-বর্গ বা স-কার (স্) ক্রমশঃ পরিবর্তন হয়ে চ-বর্গ বা শ-কার (শ্) হয়ে যায়। যুক্তাক্ষরে ত-বর্গের বর্ণ বা স-কার (স্), চ-বর্গের বর্ণ বা শ-কার (শ্) এর ক্রম পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু শুধু ত-বর্গে আর স-কার (স্) এর পরিবর্তন হবে।

উদাহরণ – মনস্+চঞ্চলম্= মনশ্চঞ্চলম্ (6/26), য়ুন্+জীত=য়ুঞ্জিত(6/10), য়দ্+জ্ঞাত্বা=য়জ্জ্ঞাত্বা(4/16)

একত্রে থাকা দুই ব্যঞ্জন		স্ আর ত-বর্গের পরিবর্তিত রূপ
স্	শ্, চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্	শ্
ত্		চ্
থ্		ছ্
দ্		জ্
ধ্		ঝ্
ন্		ঞ্

(বিঃ দ্রঃ - ক্ষ = ক্ + ষ, ত্র = ত্ + র আর জ্ঞ = জ্ + ঞ মিলে হয়, তাই এখানে ক্, ত্ বা জ্ এর নিয়ম প্রযোজ্য হবে।)

2. ষ্টুত্ব সন্ধি –

- **ষ্টুনা ষ্টুঃ** - ত-বর্গের বর্ণ বা স-কার (স্), ট-বর্গের বর্ণ বা ষ-কার (ষ্) এর সাথে যুক্ত হলে ত-বর্গ বা স-কার (স্) ক্রমশঃ পরিবর্তন হয়ে ট-বর্গের বর্ণ বা ষ-কার (ষ্) হয়ে যায়। যুক্তাক্ষরে ত-বর্গের বর্ণ বা স-কার (স্), ট-বর্গের বর্ণ বা ষ-কার (ষ্) এর ক্রম পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু শুধু ত-বর্গে আর স-কার (স্) এর পরিবর্তন হবে।

উদাহরণ - দৃষ্ + তঃ = দৃষ্টঃ (2/16), সৃষ্+ত্বা= সৃষ্ট্বা (3/10), প্রনষ্+তঃ=প্রনষ্টঃ (18/72)

একত্রে থাকা দুই ব্যঞ্জন		পরিবর্তিত রূপ
স্	ষ্, ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্	ষ্
ত্		ট্
থ্		ঠ্
দ্		ড্
ধ্		ঢ্
ন্		ণ্

3. চর্ত্ব সন্ধি –

- **খরি চ –** বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ (কঠোর ব্যঞ্জন) আর শ, ষ, স পরে এলে বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণ বা শ, ষ, স, হ (ঝল্) পরিবর্তিত হয়ে ক, চ, ট, ত, প, শ, ষ, স ('চর্') হয়।

  উদাহরণ - হৃদ্ + স্থম্ = হৃৎস্থম্ (4/42), তদ্+কুরুষ্ব = তৎকুরুষ্ব (9/27), ছিদ্+ত্বা=ছিত্ত্বা(4/42)

- **বাऽবসানে –** অবসানে (অর্থাৎ পদান্তে) বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণ বা শ, ষ, স, হ (ঝল্) পরিবর্তন হয়ে ক, চ, ট, ত, প, শ, ষ, স ('চর্') হয়।

  উদাহরণ - সুহৃদ্ = সুহৃৎ (9/18), বাগ্=বাক্, উপনিষদ্=উপনিষৎ, ভগবদ্=ভগবৎ

4. জশ্ত্ব সন্ধি –

- **ঝলাং জশ্ ঝশি -** পাঁচটি বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ যদি কোনো মৃদু ব্যঞ্জন বা স্বরবর্ণের পূর্বে আসে, তাহলে সেই বর্ণটি সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণে (গ্, জ্, ড্, দ্, ব্) পরিবর্তিত হয়।

  উদাহরণ - লভ্+ধ্বা = লব্+ধ্বা = লব্ধ্বা (4/39), বোধ্+ধব্যম্ = বোদ্+ধব্যম্ = বোদ্ধব্যম্(4/17), যুধ্+ধ = যুদ্ধ (2/37)

5. ধত্ব সন্ধি –

- **ঝষস্তথোর্ধোऽধঃ -** বর্গের চতুর্থ বর্ণের পরে যদি ত্ বা থ্ থাকে তাহলে সেগুলো ধ্ তে পরিবর্তিত হয়। (এই সন্ধির পরে জশ্ত্ব সন্ধি হলে পূর্ব বর্ণ সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণে পরিবর্তিত হয়ে যায়।)

পূর্ব বর্ণ	পরবর্তী বর্ণ	পরিবর্তিত রূপ
ঘ্	ত্/থ্	গ্ধ্
ঝ্		জ্ধ্
ঢ্		ড্ধ্
ধ্		দ্ধ্
ভ্		ব্ভ্

উদাহরণ - বোধ্ + তব্যম্ = বোদ্ + ধব্যম্ = বোদ্ধব্যম্ (4/17), রুধ্+ত্বা= রুদ্+ধ্বা=রুদ্ধ্বা(4/29)

6. ষত্ব সন্ধি –

- **ব্রশ্চভ্রস্জসৃজমৃজয়জরাজভ্রাজচ্ছশাং ষঃ -** ব্রশ্চ আদি সপ্ত ধাতু আর ছ-কারান্ত (ছ্) বা শ-কারান্ত (শ্) ধাতুর অন্তিম বর্ণের পরিবর্তে 'ষ-কার (ষ্)' আদেশ হয় যদি সেগুলো শব্দের শেষে থাকে বা শ, ষ, স, হ (ঝল্) এর আগে আসে।

  উদাহরণ - দৃশ্ ধাতু থেকে দৃষ্ আর দৃষ্টি এই সূত্র অনুসারে পরিবর্তন হয়।

- **আদেশপ্রত্যয়য়োঃ -** যদি পূর্বে আদেশের কারণে কোন বর্ণ 'স্' তে পরিবর্তিত হয়ে থাকে বা প্রত্যয়ে 'স্' থাকে, আর তার আগে 'ইণ্' (ই, উ) বা ক-বর্গের কোনো বর্ণ থাকে তাহলে 'স-কার (স্)' পরিবর্তিত হয়ে 'ষ-কার (ষ্)' হয়।

উদাহরণ - ভোক্ + স্যসে = ভোক্ + ষ্যসে = ভোক্ষ্যসে (2/37), হনি+স্যে=হনি+ষ্যে=হনিষ্যে(16/14)

7. কত্ব সন্ধি –

- **ষঢোঃ কঃ সি –** 'ষ' বা 'ঢ' এর পরে যদি 'স' আসে, তাহলে 'ষ' আর 'ঢ' 'ক'-তে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

  উদাহরণ – বিনংষ্ + ষ্যসি = বিনংক্ + ষ্যসি = বিনঙ্ক্ + ষ্যসি = বিনঙ্ক্ষ্যসি (18/58)

8. কুত্ব সন্ধি –

- **চোঃ কুঃ** - পদান্তে বিদ্যমান চ-বর্গের কোন বর্ণের পরে যদি অন্তস্থ বা অনুনাসিক ছাড়া কোন বর্ণ থাকে বা কিছু না থাকে, তাহলে সেই বর্ণ ক-বর্গের বর্ণে পরিবর্তিত হয়।

পূর্ব বর্ণ	পরবর্তী বর্ণ	পরিবর্তিত রূপ
চ্	প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণ, শ, ষ, স, হ, অবসান	ক্
ছ্		খ্
জ্		গ্
ঝ্		ঘ্

উদাহরণ - মুচ্ + তঃ = মুক্তঃ (5/28)

9. তুগাগম সন্ধি –

- **ছে চ –** হ্রস্ব স্বরের পরে 'ছ' এলে ছ-কার (ছ্) -এর পূর্বে 'ত্'-এর আগম হয় আর তারপর সেটা শ্চুত্ব সন্ধি হয়ে চ-কার(চ্) -এ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

  উদাহরণ - কৃষ্ণ + ছেত্তুম্ = কৃষ্ণ +ত্+ ছেত্তুম্ = কৃষ্ণ +চ্+ ছেত্তুম্ = কৃষ্ণচ্ছেত্তুম্ (6/39)

- **পদান্তাদ্বা –** পদান্তে দীর্ঘ স্বরের পরে 'ছ' থাকলেও 'ত্'-এর আগম বিকল্পে হয়ে থাকে।

  উদাহরণ - গায়ত্রী + ছন্দসাম্ = গায়ত্রীচ্ছন্দসাম্ বা গায়ত্রী ছন্দসাম্(10/35)

10. ঙমুডাগম সন্ধি –

- **ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্নিত্যম্ –** কোনো হ্রস্ব বর্ণের পরে যদি ঙ্, ণ্ বা ন্ থাকে আর তার পরে কোন স্বরবর্ণ থাকে তাহলে ঙ্, ণ্ আর ন্ দ্বিত্ব হয়।

  উদাহরণ - কুর্বন্ + অপি = কুর্বন্নপি (5/7), সন্+অব্যয়াত্মা = সন্নব্যয়াত্মা(4/6), প্রহসন্+ইব=প্রহসন্নিব(2/10)

11. রুত্ব সন্ধি

- **নশ্ছব্যপ্রশান্ –** পদান্তে 'ন-কার (ন্)' এর পরে যদি পরবর্তী শব্দ চ, ছ, ট, ঠ, ত বা থ দিয়ে শুরু হয় আর তার পরে কোন স্বরবর্ণ বা হ্, য়্, ব্, র্, ল্, ঙ্, ঞ, ণ্, ন্ আসে তাহলে ন-কার (ন্) স্, শ্, ষ্ তে পরিবর্তিত হয় আর পূর্ববর্তী বর্ণে অনুস্বার লাগে।

  (ন-কার (ন্)+ ত, থ = স-কার (স্), ন-কার (ন্)+ চ, ছ=শ-কার (শ্), ন-কার (ন্)+ ট, ঠ=ষ-কার (ষ্))

  উদাহরণ - বিদ্বান্ + তথা = বিদ্বাংস্ + তথা = বিদ্বাংস্তথা (3/25), গতাসূন্+চ= গতাসূংশ্চ(2/11), প্রজ্ঞাবাদান্+চ=প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ(2/11)

12. অনুস্বার সন্ধি

- **মোঽনুস্বারঃ -** পদান্তে থাকা ম-কার(ম্)-এর পরে যদি কোন ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে তাহলে 'ম্' অনুস্বারে পরিবর্তিত হয়।

  উদাহরণ - হর্ষম্+কুরুবৃদ্ধঃ = হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ(1/12), শঙ্খম্+দধ্মৌ= শঙ্খং+দধ্মৌ(1/12)

- **নশ্চাপদান্তস্য ঝলি –** অপদান্ত (শব্দের মাঝের) ন-কার(ন্) আর ম-কার(ম্) অনুস্বারে পরিবর্তিত হয়, যদি তা বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ বা শ, ষ, স, হ (ঝল্) -এর পরে আসে।

  উদাহরণ - বাসান্ + সি = বাসাংসি (2/22)

13. অনুনাসিক সন্ধি

- **যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকো বা –** পাঁচটি বর্গের প্রথম চারটি ব্যঞ্জনবর্ণের একটি যদি পদান্তে হয় আর তার পরে কোন অনুনাসিক (পঞ্চম বর্ণ) আসে, তাহলে ব্যঞ্জনবর্ণটি সেই বর্গের অনুনাসিকে পরিবর্তিত হবে।
  উদাহরণ - বাক্+মনোভির্য়ত্ = বাঙ্মনোভির্য়ত্ (18/15), ষট্+মাসাঃ = ষণ্মাসাঃ (8/24), জগত্+নিবাস = জগন্নিবাস (11/37)

পূর্ব বর্ণ	পরবর্তী বর্ণ	প্রথম বর্ণের পরিবর্তন
ক বর্গ	ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্	ঙ্
চ বর্গ		ঞ্
ট বর্গ		ণ্
ত বর্গ		ন্
প বর্গ		ম্

14. পরসবর্ণ সন্ধি

- **অনুস্বারস্য য়য়ি পরসবর্ণঃ -** অনুস্বারের পরে যদি কোনো বর্গীয় ব্যঞ্জন থাকে, তাহলে অনুস্বার সেই পরবর্তী ব্যঞ্জনের অনুনাসিক (বর্গের পঞ্চম বর্ণ) -এ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

  যথা – সং + মূঢঃ = সম্মূঢঃ (5/20), য়ুং + জন্ = য়ুঞ্জন্ (6/28)

- **বা পদান্তস্য –** যদি অনুস্বার শব্দের শেষে আসে (পদান্ত অনুস্বার), তাহলে অনুস্বার পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণ অনুযায়ী অনুনাসিকে (বর্গের পঞ্চম বর্ণ) পরিবর্তিত হয়। এই নিয়ম বৈকল্পিক।

  যেমন, মাং + পশ্যতি = মাম্ পশ্যতি/মাম্পশ্যতি (3/30)

- **তোর্লি –** ত-বর্গের পরবর্তী বর্ণ যদি 'ল-কার' (ল্) হয় তাহলে ত-বর্গের বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে পরসবর্ণ হয়।

  উদাহরণ - শ্রুতিমত্ + লোকে = শ্রুতিমল্লোকে (13/13), শ্রদ্ধাবান্ + লভতে = শ্রদ্ধাবাল্লঁভতে (4/39)

15. পূর্বসবর্ণ সন্ধি

- **ঝয়ো হোঽন্যতরস্যাম্ –** পাঁচটি বর্গের প্রথম চারটি ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যদি হ-কার (হ্) আসে, তাহলে হ্ পূর্ব বর্গের চতুর্থ বর্ণে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই নিয়ম বৈকল্পিক।

প্রথম বর্ণ	দ্বিতীয় বর্ণ	দ্বিতীয় বর্ণের স্থানে পরিবর্তিত বর্ণ
ক বর্গ		ঘ্
চ বর্গ		ঝ্
ট বর্গ	হ্	ঢ্
ত বর্গ		ধ্
প বর্গ		ভ্

যেমন - এতদ্ + হি = এতদ্ধি (6/42)

- **শশ্ছোঽটি –** পাঁচটি বর্গের প্রথম চারটি ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যদি শ-কার (শ্) আসে আর তার পরে কোন স্বরবর্ণ বা হ্, য়্, ব্, র্ আসে তাহলে শ-কার (শ্) ছ-কার (ছ্) তে পরিবর্তিত হয় । এই নিয়ম বৈকল্পিক।

  উদাহরণ - এতচ্ + শ্রুত্বা = এতচ্ছ্রুত্বা (11/35), তস্মাত্ + শাস্ত্রম্ = তস্মাচ্ছাস্ত্রম্ (13/24)

॥ দ্বিত্ব(আঘাত) নিয়ম॥

দ্বিত্বাদি নিয়মের পালন ভগবদ্গীতার পরিপ্রেক্ষিতে উপযোগী। উচ্চারণ সরল রেখে উন্নীত করতে নিম্নোক্ত নিয়ম স্বীকার করা হয়েছে -

মূল দ্বিত্ব নিয়ম - অনচি চ, স্বরাৎ সংয়োগাদির্দ্বিরুচ্যতে সর্বত্র।

স্বর বর্ণের পরে যুক্তাক্ষর হলে যুক্তাক্ষরের প্রথম বর্ণের দ্বিত্ব পাণিনীয় ব্যাকরণের 'অনচি চ' সূত্র আর পাণিনীয়শিক্ষার 'স্বরাৎ সংয়োগাদির্দ্বিরুচ্যতে সর্বত্র' সূত্রের জন্য হয়। এটা উৎসর্গের নিয়ম যা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সর্ব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

পাণিনীয়শিক্ষা

এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম আছে, যা নিচে দেওয়া হলো।

1. পরং তু রেফহকারাভ্যাম্।

যুক্তাক্ষরের প্রথম বর্ণ যদি রেফ (র্) বা হ-কার (হ্) হয়, তাহলে দ্বিত্ব হয় না।

যথা – পর্য্যুপাসতে, গুহ্যতমম্ *পাণিনীয়শিক্ষা*

2. (ন) সবর্ণে।

যদি যুক্তাক্ষরের দুটি বর্ণই এক, তাহলে সাধারণ নিয়মেই দ্বিত্ব হয়। আলাদা করে দ্বিত্ব করার প্রয়োজন নেই।

যথা – উৎসন্ন, ময়্যাবেশ্য *প্রাতিশাখ্য*

3. যখন তিন ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগে যুক্তাক্ষর হয়।

যথা – কৃৎস্নম্, ভক্ত্যা *পাণিনীয়শিক্ষা*

4. প্রথমৈর্দ্বিতীয়াস্তৃতীয়ৈশ্চতুর্থাঃ।

যুক্তাক্ষরে পাঁচটি বর্গের প্রত্যেকটি বর্ণ(স্পর্শ বর্ণ) দ্বিত্ব করতে বর্গের দ্বিতীয় বর্ণের ক্ষেত্রে প্রথম, ও চতুর্থ বর্ণের ক্ষেত্রে তৃতীয় বর্ণ ব্যবহার হয়। *পাণিনীয় শিক্ষা*

যথা – জিঘ্রন্= জি(গ্)ঘ্রন্

শব্দাবলী

- **আদেশ –** কোন বর্ণের পরিবর্তে অন্য বর্ণ শত্রুর মত তার স্থানে আসে, তাকে আদেশ বলে। যথা – 'যদি+অপি = যদ্যপি', এখানে 'ই' এর পরিবর্তে 'য' আদেশ হয়েছে। (শত্রুবদাদেশঃ)
- **আগম –** কোন বর্ণের পাশে অন্য বর্ণ মিত্রের ন্যায় এসে যুক্ত হয় তখন তাকে আগম বলে। যথা – 'কৃষ্ণ+ছেত্তুম্'=কৃষ্ণচ্ছেত্তুম্ এখানে কৃষ্ণের ণ আর ছেত্তুম্-এর ছ এর মধ্যে চ্-এর আগম হয়েছে। (মিত্রবদাগমঃ)
- **লোপ –** দুই বর্ণের সন্ধির জন্য যদি কোন বর্ণ সরে যায়, সেই প্রক্রিয়াকে লোপ বলে।
- **প্রকৃতিভাব –** যদি দুই বর্ণের সন্ধিতে আদেশ, আগম বা লোপ না হয়, পদের রূপ পূর্বের মতোই থাকে, তাহলে তাকে প্রকৃতিভাব বলে।
- **প্রত্যয় –** যে বর্ণ বা বর্ণসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, কিন্তু শব্দের শেষে বসে শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে দেয়, এদের প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় পাঁচ প্রকারের হয় - সুপ্, তিঙ্, কৃৎ, তদ্ধিত, স্ত্রী প্রত্যয়।
- **উপসর্গ –** যে শব্দ কোন ধাতুর পূর্বে বসে তার অর্থ পরিবর্তন করে বা পুষ্ট করে, তাকে উপসর্গ বলে। যেমন – 'হার' শব্দের অর্থ পরাজয়। বিভিন্ন উপসর্গ জুড়ে তার অর্থ কিভাবে পরিবর্তন হয় দেখুন –
  1. প্র + হার = প্রহার, 2. সম্ + হার = সংহার(বিনাশ), 3. বি + হার = বিহার(ভ্রমণ)
  সংস্কৃতে মোট 22টি উপসর্গ আছে - প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব, নিস্, নির্, দুস্, দুর্, বি, আঙ্, নি, অধি, অপি, অতি, সু, উৎ, অভি, প্রতি, পরি, উপ।

- **কঠোর-মৃদু ব্যঞ্জন আর অনুনাসিক –**

কঠোর ব্যঞ্জন		মৃদু ব্যঞ্জন		অনুনাসিক
ক্	খ্	গ্	ঘ্	ঙ্
চ্	ছ্	জ্	ঝ্	ঞ্
ট্	ঠ্	ড্	ঢ্	ণ্
ত্	থ্	দ্	ধ্	ন্
প্	ফ্	ব্	ভ্	ম্
শ্, ষ্, স্		য়্, র্, ল্, ব্, হ্		'য়ঁ', 'লঁ', 'বঁ'

সহজ সংস্কৃত

সংস্কৃতে কারক ও ক্রিয়া জানলে সহজ বাক্য রচনা করা সম্ভব। সংস্কৃতে বাক্য রচনা করতে সর্বপ্রথম ক্রিয়া (কার্যপদ) দেখা উচিত। ক্রিয়া ধাতুরূপে ব্যক্ত হয়। ধাতুরূপের প্রয়োগ বচন ও পুরুষ অনুযায়ী হয়।

সংস্কৃতে ৬টি কারক আছে। **কর্তা** (যে কর্ম করছে) কে, **কর্ম** (কর্তা কি করছে), **করণ** (যার দ্বারা কর্ম করা হচ্ছে), **সম্প্রদান** (যাকে কিছু দেওয়া হচ্ছে), **অপাদান** (বিভক্ত হওয়ার ক্রিয়ায় যে স্থির), **অধিকরণ** (ক্রিয়া যে স্থানে হচ্ছে)। কারক অনুযায়ী প্রত্যেক শব্দের বিভক্তি নির্ধারিত হয়। বাক্য রচনার কিছু মৌলিক নিয়ম নিচে দেওয়া হলো।

সংস্কৃতে শব্দ লিঙ্গের আধারে বিভক্ত হয় - শব্দের রূপ, তার লিঙ্গ আর অন্তিম বর্ণ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। রাম, শ্যাম, অনুরাগ (অ-কারান্ত শব্দ) ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তন একরূপ হবে। মতি, গতি, রতি (ই-কারান্ত শব্দ) ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তন একরূপ হবে। আর জগৎ, মনস্ (অর্ধ বর্ণ/হসন্তে অন্ত শব্দ) ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তন একরূপ হবে। পুল্লিঙ্গ শব্দ রাম আর কিছু সহজ ধাতু ব্যবহার করে উদাহরণ দেখবো -

'অ-কারান্ত পুল্লিঙ্গ শব্দ রাম'

বিভক্তি	কারক	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কর্তা	রামঃ	রামৌ	রামাঃ
দ্বিতীয়া	কর্ম	রামম্	রামৌ	রামান্
তৃতীয়া	করণ	রামেণ	রামাভ্যাম্	রামৈঃ
চতুর্থী	সম্প্রদান	রামায়	রামাভ্যাম্	রামেভ্যঃ
পঞ্চমী	অপাদান	রামাৎ	রামাভ্যাম্	রামেভ্যঃ
ষষ্ঠী	সম্বন্ধ	রামস্য	রাময়োঃ	রামাণাম্
সপ্তমী	অধিকরণ	রামে	রাময়োঃ	রামেষু
সম্বোধন	সম্বোধন	হে রাম!	হে রামৌ!	হে রামাঃ!

কিছু দৈনন্দিন ব্যবহৃত ধাতু :

1. গচ্ছতি – যাওয়া।
2. ক্রীডতি – খেলা।
3. খাদতি – খাওয়া।
4. পঠতি – পড়া।
5. বদতি – বলা।
6. চলতি – চলা।

সকল ধাতুর উদাহরণে **'পঠ্' ধাতুর লট্ লকার** (বর্তমান কালের ক্রিয়া) রূপ নিচে দেওয়া হলো -

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম পুরুষ	পঠতি	পঠতঃ	পঠন্তি
মধ্যম পুরুষ	পঠসি	পঠথঃ	পঠথ
উত্তম পুরুষ	পঠামি	পঠাবঃ	পঠামঃ

সংস্কৃতে ক্রিয়াপদ তিন পুরুষ (প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, উত্তম পুরুষ) অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। অন্য ব্যক্তির জন্য প্রথম পুরুষ, তুমি বোঝাতে মধ্যম পুরুষ আর নিজের জন্য উত্তম পুরুষ ব্যবহার হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী উদাহরণ স্বরূপ কিছু বাক্য নিচে দেওয়া হলো :

1. রামঃ গচ্ছতি। 1. রামঃ পশ্যতি। 1. রামঃ পঠতি। 1. রামঃ বদতি।
2. ত্বং গচ্ছসি। 2. ত্বং পশ্যসি। 2. ত্বং পঠসি। 2. ত্বং বদসি।
3. অহং গচ্ছামি। 3. অহং পশ্যামি । 3. অহং পঠামি। 3. অহং বদামি।

সকল বিভক্তির কিছু উদাহরণ :

1. রামঃ গচ্ছতি (রাম যাচ্ছে)। - রামঃ (প্রথমা - কর্তা)
2. রামঃ গ্রামং গচ্ছতি (রাম গ্রামে যাচ্ছে)। - গ্রামং (দ্বিতীয়া - কর্ম)
3. রামঃ কলমেন লিখতি (রাম কলম দিয়ে লিখছে)। - কলমেন (তৃতীয়া - করণ)
4. রামঃ কৃষ্ণায় ফলং দদাতি (রাম কৃষ্ণকে ফল দিচ্ছে)। - কৃষ্ণায় (চতুর্থী - সম্প্রদান)
5. রামঃ গ্রামাৎ আগচ্ছতি (রাম গ্রাম থেকে আসছে)। - গ্রামাৎ (পঞ্চমী - অপাদান)
6. রামস্য পুত্রঃ কুশঃ (রামের পুত্র কুশ)। - রামস্য (ষষ্ঠী - সম্বন্ধ) (সম্বন্ধ কারক হয় না।)
7. রামঃ বিদ্যালয়ে পঠতি (রাম বিদ্যালয়ে পড়ে)। - বিদ্যালয়ে (সপ্তমী - অধিকরণ)

|| ইতি ||

গীতা পরিবারের সাহিত্য অন্যত্র ব্যবহার করার পূর্বে অনুমতি নেওয়া অত্যাবশ্যক।
অনুমতির জন্য প্রয়োজন উল্লেখ করে consent@learngeeta.com এ আমাদের মেল করুন।